বেদস্তুতি

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

প্রকাশিকা

শ্রীসাবিত্রী দেবী

৫সি কাটুয়াখটী লেন

ভবানীপুর, কলিঃ-২৫

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬৩

প্রচ্ছদ

সুবীর রায়চৌধুরী

মুদ্রক

অমল রায়চৌধুরী

ক্যাপিটল প্রিণ্টার্স

৩০ অখিলমিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান

শরৎ পুস্তকালয়
১৯ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২।

শ্রীসাবিত্রী দেবী

পার্থসারথি কার্যালয়
৫এ, অক্ষয় বসু লেন
কলিকাতা ৪।

॥ ভূমিকা ॥

কল্যাণপূর্ণ স্নেহভাজন কালীপদের অনুরোধে তাহার অনূদিত 'বেদস্তুতি'র ভূমিকা লিখিতে গিয়া এই কথাই মনে পড়ে " বেদ স্বয়ংই বেদের ভূমিকা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশেই বহুকাল যাবৎ অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত বেদের চর্চা হইয়া আসিতেছে। এই চর্চা যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের বাংলা দেশ বেদচর্চা-বিরল। এই কারণে আজিও বৈদিক সংস্কৃতির মূল মর্ম-রহস্য বাঙালীর মনে বিশেষভাবে মুদ্রিত হইতে পারে নাই বলিয়াই আমার ধারণা। শ্রদ্ধেয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রমুখ দুইচারিজন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করিয়া বেদের ঐকান্তিক চর্চা করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যাহাও বা আছে তাহাও, পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করিয়া—নিতান্ত স্থূল ও প্রকীর্ণ সমালোচনা, তাহা যে সর্বৈব গ্রাহ্য এবং প্রামাণ্য এমনও বিবেচনা করি না। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা শ্রীঅনির্বাণ, শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী প্রমুখ মান্যবরগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেদচর্চা-বিষয়ে বঙ্গভাষা কিছুটা অগ্রসর হইতেছে।

বেদ প্রাচীন ভারতের একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং পরিচায়ক। একনিষ্ঠ বেদচর্চা দ্বারা তাহার সেই রহস্যের সামগ্রিক মর্মোদ্‌ঘাটনই ভারতের জাতীয় কর্তব্য। ইহারই মধ্যে ভারত তাহার আপন সত্তাকে খুঁজিয়া পাইবে। বাঙালী যদি এই বেদের চর্চা হইতে বিমুখ থাকে, পাশ্চাত্ত্যের স্থূল বস্তুবাদ-মোহে মুগ্ধ হইয়া আপন গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়, তবে তাহা অত্যন্ত পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। কোন ভারতীয় যদি নিজেকে যথার্থই ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে তবে তাহাকে, স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল মর্মোদ্‌ঘাটন অবশ্যই করিতে হইবে। একমাত্র বেদই ভারতীয় সেই ধারা-বাহিক ঐতিহ্যের—তথা বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিক ধারার প্রাচীনতম নিদর্শন।

সুতরাং বেদচর্চার দ্বারাই ভারতীয়গণ একমাত্র স্বাদেশিক হইতে পারে। ইহা তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ।

বৈদিক সূক্ত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পদ্যাকারে অনূদিত হইয়াছে কি না আমার জানা নাই—বিশেষতঃ বাংলায়। কালীপদ এই ব্যাপারে কিছুটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, মূলের সহিত ইহার কোন বিরোধ ও বৈপরীত্ব ঘটে নাই। কবিতাগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে কঠিন। তবে আমার দৃষ্টিতে ইহার ভাব, ভাষা, গাম্ভীর্য এবং ছন্দ সমস্তই তুলনামূলকভাবে বিষয়ানুগ, স্বচ্ছ, সাবলীল ও আশাতীতরূপে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি সাহিত্যিক নহি, সুতরাং, আমার উক্তির সত্যাসত্য সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের নিজস্ব যুক্তির নিকষ-পাথরে মিলাইয়া বিচার-বিবেচনা করিবেন।

বর্তমান সাহিত্য-বাজারের বিপণিশালায় আধুনিকতার নামে যে এক প্রকার অদ্ভুত, উদ্ভট ও দুর্বোধ্য লেখার ছড়াছড়ি চলিতেছে, বেদস্তুতির কবিতাগুলিতে সে-ধরনের কিছু পাওয়া যাইবে না। বোধ করি এই জন্যই অনুবাদগুলি বেদের অনুগত থাকিয়া আরও রসময় এবং প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। অবশ্য আমি যাহা বলিলাম তাহা আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও অনুভূতি। সুতরাং, এ বিষয়ে কাহারও ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

এবারে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে যে ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে,—সেই ধারণার পরিচয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কবিতার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ভূমিকার শেষ করিব।

জন্মান্তরবাদ ভারতীয় মনীষার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'ভূত' নামে কথিত পঞ্চ উপাদান বা পদার্থই বিশ্বরচনার মূল বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জড় ও জীব উভয়ই এই পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত। এই পঞ্চভূতের সংযোগে যেমন জীবদেহ আবির্ভূত, তেমনি মৃত্যুর পরেও এই জীবদেহ সেই ভূতপঞ্চকের সহিত জন্মপূর্ব অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বেদস্তুতির প্রথমে

'অন্ত্যেষ্টী' শীর্ষক কাব্যানুবাদটিতে এই ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মূলে যাহা আছে তাহার বিশ্লেষণ করিয়া সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবার্থ এই হয়,—হে মৃত! তোমার দেহের তেজাংশ তেজে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, 'দ্যাং' অর্থাৎ আকাশের অংশ আকাশে, ক্ষিতির অংশ ক্ষিতিতে, সলিলের অংশ সলিলে পুনর্মিলিত হউক। শস্য, ওষধি প্রভৃতি যে জীবজন্মের অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা, তাহাও মন্ত্রটিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইহা তো গেল জীবদেহের ভৌতিক অংশের পরিণাম-বিচার। কিন্তু চেতনাংশের কি হয়? তাহার পরিচয়ই বা কি? এইখানেই বিশ্বের অপরাপর দেশের সহিত ভারতীয় মনীষার পার্থক্য। এ বিষয়ে ভারত সার্বভৌম বিচার-সম্রাট। বেদ সেই বিচার-সাম্রাজ্যের রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী। স্থূল ভূতাংশ লইয়া গঠিত জড়দেহের অপেক্ষায় ভূতের তন্মাত্র লইয়া গঠিত 'জীবাত্মা' নামক চেতনাংশকে কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে দেহের মৃত্যু হইলেও জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। এই সূক্ষ্ম জীবাত্মাই শুভাশুভ কর্মের ফলপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মাংশকে মন্ত্রে দেহের 'অজোভাগঃ' অর্থাৎ দেহান্তের পরেও যাহা অস্তিত্বশীল থাকে তাহার কথা বলা হইয়াছে। ইহাই জীবাত্মা, সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিদের সুচিন্তিত তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রণালীতে নির্ণীত জন্মান্তর বাদ। স্থূল জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য আজ এই জন্মান্তর-রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে তৎপর, অথচ মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হওয়ার পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া রাখিতেছে। এইরূপ একটি বিশেষ জাতীয় ঐতিহ্য-বাহী, সুদূর ধারণাপ্রসারী, কাব্যরসাপ্লুত বৈদিক সূক্ত—যাহার কাব্যানুবাদ এযাবৎ আমাদের ধারণাতীত ছিল, তাহা কালীপদের লেখনীমুখে স্বার্থক রূপ লাভ করিয়াছে।

বৈদিক যুগে শবদাহ ও সমাধি উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। 'অন্ত্যেষ্টী' শীর্ষক কবিতা যেমন শবদাহের সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যুর প্রতি কবিতাটি তেমনি ভূমি-সমাধি-প্রথার পরিচায়ক।

মূক প্রকৃতির অন্তর্বাণীর সার্থক শ্রোতা পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষ। অচেতনা প্রকৃতি ভারতীয় কবির ভাবরাজ্যে থাকিয়া তাঁহাদের লেখনীতে যেমন আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তেমনটি আর কোথাও ঘটে নাই। তাঁহাদের লেখনী এ বিষয়ে চির-অমর, বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত ও রসমধুর। বিশ্বের শাশ্বত কবি বাল্মীকি, বেদব্যাস, মহাকবি কালিদাস। কিন্তু বৈদিক যুগের হোমধূমপুষ্ট, বেদধ্বনিমুখরিত অরণ্যানী যেন আরও সজীব, আরও স্পষ্ট, আরও রসমধুর ভাষায়, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ভাবরাজ্য হইতে কথা কহিয়াছিল। 'অরণ্যপ্রশস্তি' শীর্ষক অনূদিত কবিতাটি তাহারই পরিচায়ক। অরণ্যের এমন বর্ণনা বোধ হয় 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'—অর্থাৎ হয় নাই এবং হইবেও না। এমন সুন্দর নিসর্গ চিত্র বোধ হয় কালিদাসেও নাই। কবি যেন বিশাল অরণ্যানী দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত। যেন তাহার কোন প্রত্যন্ত সীমা নাই। সে এক সচলা চঞ্চলা বালিকা। কোনোদিন কোথাও যেন তাহার গৃহ ছিল। আপন চাঞ্চল্যবশে সে যেন চলিতে চলিতে কতদূর আসিয়াছে তাহার ঠিক নাই। এ যেন এক দিশাহারা, পথহারা, চপলা বালিকার নিরুদ্দিষ্ট চঞ্চলা গতি! ঋষির প্রশ্নও এইখানেই। তিনি অবাক বিস্ময়ে অরণ্যানীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ॥

—হে অরণ্যানী! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাও। (অর্থাৎ—তুমি যে কোন্ সুদূর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ যেন তোমার অন্তহীন চটুল পথপরিক্রমা। তুমি কি তোমার গ্রামে যাইবার পথ হারাইয়াছ? যদি তাহাই হয় তবে)—তুমি কেন আপন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? (গৃহহারা হইয়া) তোমার একাকী থাকিতে ভয় হয় না? সরল, অনাড়ম্বর, অনলঙ্কৃত ভাষায় মূক প্রকৃতির নিকটে এই উদাস জিজ্ঞাসা—এ তো স্বভাব কবিরই জিজ্ঞাসা! ইহার পরের অংশ আরও সুন্দর, আরও মধুর, আরও ভাবময়। 'এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চী-চী, ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন

ইহারা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে এইরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন উহার মধ্য হইতে কতশত শকট নির্গত হইয়া আসিতেছে। তবে কি সেই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই আর-এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল। বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণ-বধ করে না। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কালক্ষেপ হয়। মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই। অরণ্যানী হরিণদিগের জননীস্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করিলাম' —ইহা কোন সুসজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল, উৎসবমুখর রাজসভার বা কৃত্রিম উদ্যান-শোভার সচেষ্ট বর্ণনা নহে। অথচ এমন ভাবমধুর কাব্য বিশ্ব-সাহিত্যে দ্বিতীয় মিলিবে কি?

মূক প্রকৃতি যে বৈদিক ঋষিদের মুখের ভাষায় কথা কহিতে ভালবাসিতেন 'বিশ্বামিত্র ও শুতুদ্রী বিপাশ্ সংবাদ' শীর্ষক অনুবাদটি তাহার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুতুদ্রী ও বিপাশ্ দুইটি নদী মাত্র। অথচ ঋষির সূক্তে তাঁহারা দেবী, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা, স্তুতিমুগ্ধা। এই নদীদ্বয় যেমনভাবে আপন জন্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তেমন ভাবে বোধ হয় কোন আধুনিক বিজ্ঞানঘেষা কবিও বলিতে পারেন নাই। যাহাতে জীবনের উপাদান নিহিত—সেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, লতা, বৃক্ষ, শস্য এবং ওষধি প্রভৃতি যে নিছক অচেতন, জড় ও প্রাণন্ ক্রিয়া শূন্য—এমন ভাব বৈদিক ঋষিদের কল্পনারও অতীত। তাঁহাদের মতে—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা॥
(মনুসংহিতা)

ভাবার্থ—জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারেই লতা, বৃক্ষ, প্রস্তর, পশু-পক্ষী, দেবতা প্রভৃতি দেহ প্রাপ্ত হয়। যাহাকে আমরা অচেতন বলিয়া গণ্য করি তাহারা অবশ্যই অন্তঃসংজ্ঞা বিশিষ্ট অর্থাৎ সচেতন প্রাণন্ ক্রিয়া বিশিষ্ট।

'পণি-সরমা সংবাদ' শীর্ষক কবিতাটিতে মূলের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়াছে। সরমা যেভাবে পণি-রাজ্য হইতে গোধনের সংবাদ আনিয়াছিল—তাহা বর্তমানের বৈজ্ঞানিক-প্রথায় পালিত কুকুরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, কেকয়রাজ অর্থাৎ ভরতের মাতামহ ভরতকে দুইশত সুশিক্ষিত কুকুর উপহার দিয়াছিলেন।

যে সকল অমীমাংসিত প্রশ্ন বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণকে ব্যতিব্যস্ত করে, সৃষ্টিবিষয়ক দুর্জ্ঞেয় জিজ্ঞাসা তাহার মধ্যে একটি ও প্রধান। যন্ত্র-চক্ষুসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোন কূলকিনারা পাইতেছেন না। অথচ বৈদিক ঋষিগণের সত্যদর্শনোপযোগী সম্বিদালোকে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরলভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সৃষ্টি-জিজ্ঞাসা সগ্রহ পৃথিবী ও সূর্যবিষয়ক সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সে জিজ্ঞাসা ছিল, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবিষয়ক আদি ও মৌলিক জিজ্ঞাসা। সৃষ্টির প্রারম্ভ বলিতে বৈদিক ঋষিগণ তাহাই বুঝিয়াছিলেন। বস্তুর সূক্ষ্মতম মৌলিক রূপ যে অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অব্যক্ত অথচ অস্তিত্বশীল, তাহা প্রথমে বৈদিক ঋষিগণের মনীষাতেই ধরা পড়িয়াছিল। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহাকে 'সৎ' বলা কঠিন, অথচ, 'অসৎ' অর্থাৎ অত্যন্তভাবে নাই বা ছিল না—একথা বলাও কঠিন। এইরূপ অবস্থা তো অনির্বচনীয়। নাসদীয় সূক্তে ঋষিগণ তাই এইরূপ অবস্থাকে 'না সৎ ন অসৎ' অর্থাৎ সদসৎরূপে নির্বাচনের অতীতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুর এই মৌলিক অবস্থা তো কেবল তমসাচ্ছন্ন অর্থাৎ, নির্ণয়যোগ্য বিচারের অতীত; কেবল প্রজ্ঞালোকে উপলব্ধির বিষয়। যিনি অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই অতীত, প্রাথমিক আদি রূপকে মনীষালোকে পর্যালোচনা করিয়া উপলব্ধি করেন, এবং সেই সঙ্গে আত্মাকে ইহার অবধারকরূপে বুঝিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন—তিনিই কবি। বেদদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্বের এই মৌলিক স্বরূপদ্রষ্টা

হিসাবে পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং একমাত্র অনন্ত কবি। ভারতের এই মৌলিক চিন্তাধারার শেষ দ্রষ্টা, মধ্যাহ্ন সূর্যের মত ভাস্বর, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চঞ্চলা' শীর্ষক কবিতায় আর একবার উপলব্ধি করিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ন্যায় স্বকীয় পবিত্র মাতৃভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছত্রের উদ্ধৃতির প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া,—'বলাকা' কাব্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সেই বহুপঠিত কাব্যের অংশবিশেষ, পাঠক-পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতেছি :

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে—স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত—বুদ্‌বুদের মত॥

ইহাই ভারতীয় বৈদিক ঋষিদের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও তাহার আদি মৌলিক রূপ। বেদস্তুতিতে নাসদীয় সূক্তটির "সৃষ্টি রহস্য" নামে অনূদিত কবিতাটি বোধ হয়—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এমন সার্থক কাব্য রূপায়ণ আর কেহ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। সৃষ্টি-রহস্যের মীমাংসা ভিন্ন সূক্তটিতে দেবমীমাংসা, অধ্যাত্ম-মীমাংসা এবং সৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের উপরে প্রচলিত সংস্কারের বিপরীত চিন্তার মীমাংসাও আছে। স্থানাভাব বশতঃ সে বিচার পরিহার করিতে চাই।

ঋগ্বেদের মধ্যে বহু সূক্তেই আত্মজিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসার চেষ্টা আছে, কিন্তু বাক্-এর সূক্ত—যাহা দেবীসূক্ত নামে বহু পরিচিত, তাহাতেই একমাত্র

'সোহহমস্মি' আমিই সেই আত্মা—এই অনুভূত সত্য, প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে বর্ণিত। এই আমি ও সেই আত্মা উভয়ই যে অভিন্ন এবং আত্মারূপ এই আমি সর্বব্যাপী; চরাচরের সর্বত্র অখণ্ড অস্তিত্বে বিরাজিত, বাক্-সূক্তে তাহারই বিস্তৃত স্বীকৃতি। কবিতাটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। অধ্যাত্মতত্ত্বের মত জটিল বিষয়ও ইহাতে খুবই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বাক্-সূক্ত ভিন্ন যে সব নারীঋষিকার সূক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন ঘোষা এবং অপালা। এই সব ঋষিকাগণ বর্তমান ভারতীয় মাতৃ-সমাজের উন্নতি এবং উৎসাহে সহায়তা করুক।

বেদের অপরাপর যে সব সূক্তের অনুবাদ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক বিধায় সে বিষয়ে কিছু লিখিলাম না।

বেদের সূক্তগুলি শিরোনাম বিহীন। সূক্তস্থ প্রথম মন্ত্রের নাম অনুসারে সেই সূক্তের পরিচয় প্রদানই প্রচলিত নিয়ম। বর্তমান গ্রন্থে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া গ্রন্থকার, সূক্তের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নূতন নূতন নামকরণ করিয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে সূক্তের পরিচয় আরও সহজ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, স্নেহভাজন কালীপদের বিশেষ অনুরোধে গ্রন্থের পরিচয় সম্পর্কে দুই-চারি কথা লিখিলাম। কিন্তু এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইহাতে সেই বৈদিক ঋষিগণের অসীম জ্ঞান-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করিতে পারি নাই। তবে গ্রন্থের অনুবাদসমূহকে অবলম্বন করিয়া আমার পরিচয়-প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকবর্গ যদি কিছু বুঝিতে পারেন তবে, আমার এবং লেখক উভয়েরই শ্রম স্বার্থক হইবে বলিয়া মনে করি। অনুবাদগুলির বিষয় যত সহজ তত দুরূহ। ভাষাও উভয়ানুগই হইয়াছে। বাংলার জনসাধারণ সশ্রদ্ধ চিত্তে ইহার সমাদর করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য বৈদিক ঋষিগণের পবিত্র আশীর্বাদ সঞ্চয় করুক, ইহাই পরিচয় প্রবন্ধের শেষ নিবেদন। ইতি—

বিধান পল্লী,
গড়িয়া।

শ্রীআত্মানন্দ ব্রহ্মচারী
(বরিশাল শঙ্কর মঠ)

॥ লেখকের কথা ॥

ধর্মগ্রন্থের উপর উন্নাসিকতা বর্তমান কালে একটি সামাজিক প্রথার মত হইয়া উঠিতেছে। অনেকে আবার ইহাকে কেবল মানুষের অতীত ইতিহাসের বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করিতে চাহেন। আমরা ধর্মগ্রন্থকে উল্লিখিত নিয়মের কোনোটার মূল্য দিতেই নারাজ। ইহার প্রয়োজন, ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই। এই সব গ্রন্থের ভাবধারা যে কোন দেশ, কাল, পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, ইহা যে কেবল অতীতের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা নয়; ইহা যে সর্বকালের, সর্বদেশের এবং সর্বমানবের,—বিশ্বব্যপী সকল ধর্মের প্রচার ও প্রসারই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মানব সভ্যতার উষাকাল হইতে তাহার ধর্মীয় ভাবের কল্যাণমূলক অন্তর্বাণী, মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির চিরন্তন ইতিহাস। সুতরাং এই সব ভাবধারার প্রচার ও প্রসার যত অধিক হয় ততই সমাজের মঙ্গল।

বেদ ভারতীয় তথা বিশ্বের মানব সংস্কৃতির প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতির যে কিছু কল্যাণমূলক সনাতন নীতি এবং সংস্কৃতি, তাহার সমস্তই বেদকেন্দ্রী। বেদ তাহাদের মানসমূর্তি, অস্থি-মজ্জা, তাহাদের সবকিছু।

'বেদস্তুতি' মাত্র সতরটি সূক্তসহ পদ্যানুবাদের সমষ্টি। তন্মধ্যে একটি সূক্তের মাত্র কয়েকটি মন্ত্রকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সূক্তটি আমাকে প্রথম এই দুরূহ কার্যে প্রেরণা দান করে সেটি গ্রন্থে 'অরণ্যপ্রশস্তি' শিরোনামায় মুদ্রিত, চিত্রটি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে। সূক্তটি আমাকে যে ভাবে অভিভূত করিয়াছিল তাহারই ফলশ্রুতি এই 'বেদস্তুতি'। সূক্তটির অনুবাদ করিয়া প্রথমে—রবীন্দ্রযুগের একজন খ্যাতনামা কবি, সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে শুনাইতেই তিনি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এই কার্যে আমাকে সমধিক উৎসাহ দিলেন। পরে একে একে অবশিষ্ট অনুবাদগুলি করি। ইহাই বেদস্তুতির ইতিহাস। এই অনুবাদকার্যে শ্রদ্ধেয়

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনূদিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি। বেদের অনুবাদ যে কত দুরূহ ও দুঃসাধ্য তাহা, বেদবিষয়ে মাদৃশ মন্দধী আর কি বলিবে। তথাপি যে প্রচেষ্টা তাহা কেবল সেই মহাজ্ঞানী বৈদিক ঋষিগণের অকুণ্ঠ আশীর্বাদেরই শক্তি। অনুবাদ যদি কোথাও অস্পষ্ট হইয়া থাকে তো তাহা ক্ষীণবুদ্ধি লেখকেরই অমার্জনীয় ত্রুটি। সুতরাং, পাঠককে বলিব যে, তাঁহারা যেন পাঠকালে লেখকের অক্ষমতার কথা না ভাবিয়া অনন্ত জ্ঞানরত্ন নিহিত বেদের মহিমার কথাই স্মরণ করেন।

অবশেষে সেই বেদর্ষিগণের উদ্দেশ্যে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনান্তে—

গ্রন্থকার।

॥ প্রকাশিকার নিবেদন ॥

বেদদ্রষ্টা ঋষিগণের আশীর্বাদে 'বেদস্তুতি' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ যাহাতে অনুবাদের সহিত মূলের তুলনা করিয়া পাঠ করিতে পারেন সেই সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, যে যে সূক্তের অনুবাদ করা হইয়াছে, গ্রন্থে তাহাও সন্নিবিষ্ট হইল।

বহুকাল যাবৎ ভারতীয় নারীজাতি বেদাধিকার হইতে বঞ্চিত, অথচ ঘোষা, অপালা, মদালসা শচী, রাত্রি প্রমুখ নারী ঋষিকাগণ সেই বেদেরই মন্ত্রদ্রষ্টা। বৈদিক যুগে নারীসমাজ যে বিদ্যাচর্চা করিতেন, এই সব ঋষিকা-দৃষ্ট সূক্ত তাহারই পরিচয় বহন করে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে ঘোষা, অপালা বাক্ ও রাত্রি এই চারিজন মহিয়সী ঋষিকা-দৃষ্ট সূক্তের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা, বর্তমানে সমানাধিকারের নামে মত্ত নারীসমাজকে—বিদ্যাচর্চাসহ আপন আপন সাংসারিক কর্তব্য পরায়ণ হইতে, এই ঋষিকাগণ প্রেরণা দান করুক।

অনুবাদগুলির অধিকাংশই শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'পার্থ সারথি' পত্রিকায়

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি আশ্রম' হইতে প্রকাশিত শিবম্ পত্রিকায়ও দুইটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের একক প্রচেষ্টায় গ্রন্থ-প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। এ ব্যাপারে যাঁহারা সাময়িকভাবে আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য—দুর্গাপুর, শ্রীরেণুকা গুহ, মাতাজী আশ্রম-গড়িয়া। এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ সম্পর্কে যাঁহারা সহৃদয় সহানুভূতি সহকারে মন্তব্য দান করিয়া ইহার প্রচারমূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীআত্মানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রীঅনিলবরণ রায়। তাঁহাদের নিকটে আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ। মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীঅমল রায়চৌধুরী মহাশয়ের পরিশ্রমের ঋণ অপরিশোধ্য। পরিশেষে নিবেদন এই যে, বেদবিষয়ে শ্রদ্ধাশীল পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে পরশ্রিম সার্থক মনে করিব।—

শ্রীসাবিত্রী দেবী

কয়েকটি শব্দের বানান ভুল থাকায় আমরা লজ্জিত। বানানগুলি নিম্নরূপ হইবে

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	শুদ্ধ
শ্রাশণ	৫	শরাসন
প্বত	৭	পর্বত
পুরমেষ্ঠি	১৪	পরমেষ্ঠী
মিত্রাবরণ	১৯	মিত্রাবরুণ
১০ম	২৭	১ম
আমাদর	২৮	আমাদের
পরমেঠী	৪৮	পরমেষ্ঠী
প্রষতিঃ	৪৮	প্রযতিঃ

সূচীপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীআত্মানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

ব্রহ্মচারীজি !

খণ্ডিতা দেশমাতৃকার রক্তাপ্লুত অভিশাপের পরিণামরূপ নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে, কিশোর বয়স হইতে—ক্রম-নির্বাণোন্মুখ যে প্রদীপ-শিখাকে -সর্বপ্রকার সহায়তা, উৎসাহ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রেরণারূপ ইন্ধন দিয়াছেন, আজ সে স্বয়ং প্রজ্বলিত। সেই দীপালোকে, আপনারই সস্নেহদত্ত ঋগ্বেদে যাহা দেখিয়াছি তাহার বাণীমূর্তিকে অর্ঘ্যরূপে সাজাইয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আপনার পবিত্র স্পর্শ তাহাকে ধন্য করুক।

অন্ত্যেষ্টি

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৬ সূক্ত যম-পুত্র দমন ঋষি)

হে অগ্নি! কর না ভস্ম, একেবারে কর না নিঃশেষ
এই মৃত প্রিয়জনে; দিও না দিও না এরে ক্লেশ
লেলিহান শিখা মেলি। জাতবেদা! সুপক্ক করিয়া
এই দেহ তব দাহে, পিতৃলোকে দাও পাঠাইয়া
তোমার আপন হস্তে। পুনঃ যবে লভিবে জীবন
আপনার বশ্য করি লইবে তাহারে দেবগণ
উজ্জ্বল ত্রিদিবলোকে। অই মৃত! অই প্রিয়জন!
রূপগ্রাহী চক্ষু তব সূর্যলোকে করুক গমন,
বায়ুতে বিলীন হো'ক প্রাণবায়ু; নিজ পুণ্যফলে
যাও মিশে অন্তরীক্ষে অথবা এ পৃথিবীমণ্ডলে,
অথবা সলিলমাঝে গেলে যদি তব হিত হয়
তাই হো'ক, তাই কর, কর সেথা আপনারে লয়।

এ দেহের অঙ্গে অঙ্গে পরিব্যাপ্ত ভূত-অংশগুলি
শ্যামল তৃণের মাঝে অঙ্কুরিয়া উঠুক আন্দুলি
নবীন জীবন লভি প্রতিদিন। এ মৃতের মাঝে
জন্মহীন যেই এক চিরন্তন অস্তিত্ব বিরাজে;
জাতবেদা! হুতাশন! তোমার মঙ্গল মূর্তি দিয়া,
তার সেই অজ-ভাগ দীপ্ত তেজে উজ্জ্বল করিয়া
লয়ে যাও পুণ্যলোকে। অবশিষ্ট অংশভাগ তার
নূতন নবীনরূপে জীবন লভুক পুনর্বার।

অই মৃত! সুকোমল মাংসময় শরীরে তোমার
কৃষ্ণ কঙ্ক, পিপীলিকা, অন্য কোন হিংস্র প্রাণী আর
দর্বীধর, যেই ব্যথা দিয়েছিল নিষ্ঠুর দংশনে,
নীরোগ হউক তাহা সর্বভুক্ অগ্নির স্পর্শনে।
গোচর্মে আবৃত করি—অই গত! করহ ধারণ
অগ্নিশিখা-সুকবচ, হো'ক দেহ মেদে আচ্ছাদন।—
এই লেলিহান বহ্নি হয়তো কখনও তবে আর
তীব্র দাহে দেহ তব নারিবে করিতে ছারখার
আপনার অহঙ্কারে। মাংসভুক্ এই শিখাবান্
দূর হো'ক চিরতরে—মর্ত হ'তে লভুক নির্বাণ—
চলে যাক যমলোকে। আরও এক শুদ্ধ অগ্নি আছে
এইখানে, সদা তিনি মৃত্যুহীন দেবগণ-কাছে
লয়ে যান হোমাহুতি। যে চিতাগ্নি করিছে ভক্ষণ
নরমাংস, গৃহমাঝে নীরবে করেছে আগমন
তোমাদের, তারে আমি দূর ক'রে দিনু বহু দূরে।

জাতবেদা-অগ্নি নামে আছে যিনি, তাঁরে স্তোত্রসুরে
করিতেছি আবাহন,—তিনি আজি করুন বহন
দেবলোকে, পিতৃলোকে সমস্ত যজ্ঞের আয়োজন।
হে অগ্নি! আজিকে যারে চিতামাঝে করিলে দহন
তোমার মঙ্গল মূর্তি তাহারে করুক নির্বাপন।
শীতল সলিলধারা আসুক নামিয়া এইখানে
শ্যামল সবুজ দূর্বা জাগুক প্রচুর পরিমাণে।
হে পৃথিবী! স্নেহময়ী! হে শীতলে! তোমার মাঝারে

তৃণরাশি নিরন্তর অঙ্কুরি উঠিছে ভারে ভারে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে। হে আনন্দময়ী! হে ধরণী!
নিয়ত আনন্দমগ্ন-অঙ্কুরিত উদ্ভিদ-জননী!
ভেকীর আনন্দলাগি বৃষ্টিধারা কর আনয়ন,
শীতল হউক অগ্নি, তৃপ্ত হো'ক, হো'ক নির্বাপন।

মৃত্যুর প্রতি

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৮ সূক্ত, যম-পুত্র সংকুসুক ঋষি)

মর্তের জীবনালোকে কেন আর ফিরে ফিরে চাও
অই মৃত্যু! যাও চলে যাও
অন্য পথ ধরি,
যেই অন্ধকার পথে দিবস শর্বরী
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন দেবগণ করে না গমন,—
সেই পথে চল সর্বক্ষণ।
তুমি চক্ষুষ্মান্
সর্বকালে, সবদর্শী শ্রুতি তব রয়েছে অম্লান
তাই হেন নিবেদন রাখি তব প্রতি,—
আমাদের প্রিয়জন আমাদের সন্তান-সন্ততি
কারেও কর না হিংসা। ওগো মর্তবাসী!
ত্যাজিয়া মৃত্যুর পথ হও নিত্য অমৃত পিয়াসী।
উৎকৃষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু লাভ কর মর্তের জীবনে,
গৃহ পূর্ণ হো'ক ধনে জনে।

পবিত্র হোমের নিত্য করি অনুষ্ঠান
লাভ কর শাশ্বত কল্যাণ।
ফিরিয়া এসেছি যারা নিষ্ঠুর মৃত্যুর গ্রাস হ'তে,
জগতের জীবনের স্রোতে
যাহারা রয়েছি ভাসমান,
যজ্ঞ—সেই আমাদের সকলের করুক কল্যাণ।

পেয়েছি সুদীর্ঘ আয়ু, লভিয়াছি অনন্ত জীবন ;
আজি হ'তে তাই অনুক্ষণ—
ধরণীর বিস্তৃত আবাসে
আনন্দে করিব নৃত্য, কাটাইব হাস্য-কলভাষে।
অবশিষ্ট জীবনের বাকী দিনগুলি,
অমৃতের স্পর্শ লভি স্বর্গ হবে ধরণীর ধূলি।
বিমল আনন্দ-স্রোতে জাগাইবে লক্ষ কলধ্বনি।
এই আমি রচিনু বেষ্টনী
রুদ্ধ করি মরণের অবারিত দ্বার।—
কেহ যেন আর
প্রবেশ করিতে নারে মৃত্যুর তমিস্র গুহামাঝে
জীবনের সাঁঝে।

দিনগুলি একে একে যেমন করিয়া আসে যায়,
ক্রমে ক্রমে ঋতুরা মিলায়
তেমনি অগ্রজ অগ্রে, কনিষ্ঠেরা তার পরে পরে—
জীবনের যাত্রাপথে ক্রমিক নিয়মে যেন মরে।

হেথায় পরম দেব সুজন্মা ত্বষ্টার আশীর্বাদে
সুদীর্ঘ জীবন লভি রহিবে সকলে নির্বিবাদে।
এই সব নারীগণ না লভি বৈধব্য দুঃখলেশ,
মনোমত পতি লয়ে করুক প্রবেশ
আপন আনন্দ নিকেতনে
তেজোময় ঘৃতসহ শোভিত অঞ্জনে।
এই সব বধূগণ না করিয়া বিন্দু অশ্রুপাত,
নিদারুণ ব্যাধির আঘাত
না সহিয়া, রত্নরাজি করিয়া ধারণ
সকলের অগ্রে অগ্রে গৃহেতে করুন আগমন।
হে নারী! ফিরিয়া চল সংসারের পানে
কার পাশে রহিবে শয়ানে!
যার আলিঙ্গন—
প্রেমের সোহাগস্পর্শে করেছিলে সুগর্ভ ধারণ,
সে পতির যোগ্য পত্নী হ'য়ে
সকল কর্তব্য শেষ করিয়াছ সংসার আলয়ে।

এই আমি করিনু গ্রহণ
মৃতের নিকট হ'তে তার শরাশণ।
আমাদের বলবৃদ্ধি হবে।
স্পর্ধাকারী শত্রুদের পরাজিত করিব আহবে।

অই মৃত! থাক এইখানে—
মাতৃরূপা ধরিত্রীর গর্ভে এই নীরব শ্মশানে।

সুকোমলা সুশোভনা অনন্ত ব্যাপিনী
পরম আনন্দময়ী, স্নেহময়ী ধরণী জননী।
তোমার দক্ষিণা, দান, পবিত্র যজ্ঞের পুণ্যফল,
সকল নির্ঋতি হ'তে করুক মঙ্গল।
হে পৃথিবী! সদা এরে পুত্রস্নেহে রাখিও উন্নত
কখনও কর না প্রপীড়িত।
পুত্রেরে যেমন মাতা সুনিবিড় স্নেহের মায়ায়,
আপনার অঞ্চল-ছায়ায়
রাখেন আচ্ছন্ন করি, সেইমত তুমি
রাখ এরে হে ধরণী-ভূমি!

মৃতের উপরি ভাগে মৃত্তিকার স্তর,
সহস্র সহস্র ধূলি জড়ো হোক তাহার উপর—
লভুক আশ্রয় হেথা। করিয়া যতন
পাষাণ বেদিকাখানি তব 'পরে করিনু স্থাপন,—
অই মৃত! মৃত্তিকার অবরোধ লাগি'।
পরলোকে হও সুখভাগী।
তোমার গৃহের স্থূণা পিতৃগণ করুক ধারণ,
এইখানে শ্রাদ্ধদেব আবাস করুন নিরূপণ।
অশ্বের দুরন্ত গতি যেমন করিয়া
রশ্মিযোগে রাখে আকরিয়া,—
সেইমত আজি হ'তে দুঃসহ দুঃখের স্রোতখানি
আপন অন্তরমাঝে নিজহস্তে লইলাম টানি।

পণি-সরমা সংবাদ

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১০৮ সূক্ত, পণিগণ ও সরমা ঋষি)

পণিগণ— হেথা কেন হে সরমে! কি আকাঙ্ক্ষা লয়ে,
অতিদূর সুদুর্গম দুস্তর আলয়ে
কেমনে এসেছ বল! কি আছে হেথায়!
যার লাগি বহুক্লেশে অদম্য আশায়
দিবানিশি ক্লান্ত-পথ করি অস্বীকার
আসিয়াছ, অতিক্রমি দীর্ঘ পারাবার
দুর্গম পর্বতমালা।

সরমা— অসংখ্য গোধন
স্বর্গ হ'তে সুকৌশলে করিয়া হরণ
রেখেছ লুকায়ে হেথা গুপ্ত গুহাবাসে;
ফিরায়ে লইতে পুনঃ দেবতা-সকাশে,
দুর্গম পবতারণ্য, নদী পার হ'য়ে
আসিয়াছি তোমাদের দুস্তর আলয়ে
হইয়া ইন্দ্রের দূতী দেবলোক ছাড়ি'
কুক্কুর জননী।

পণিগণ— দাও পরিচয় তারই
কে সে ইন্দ্র, কিবা রূপ, কিবা ব্যবহার,
কোথায় রাজত্ব তার, কেমন আচার
বল শুনি! আমাদের এই দূরদেশে
আপনি আসেন যদি ইন্দ্র নিজবেশে,
মোরা তারে বন্ধু বলি করিব স্বীকার,

দিব ছাড়ি গোধনের শর্ত অধিকার
কহিনু তোমারে সত্য।

সরমা — অতীব তুর্জয়।
সাধ্য নাহি কেহ তারে করে পরাজয়!
স্বর্গ, মর্ত, রসাতলে সদা মুক্ত গতি,
যজ্ঞকর্তা ইন্দ্র তিনি ত্রিভুবন-পতি,
বজ্রধারী, বৃত্রহন্তা, সহস্র নয়ন।
তার সনে যুঝি' কেন অন্তিম শয়ন
লভিবারে চাহ সবে।

পণিগণ— মোরা শক্তিধর
রয়েছে অব্যর্থ-লক্ষ্য তীক্ষ্ণ ধনুঃশর
আমাদের অস্ত্রাগারে, ইন্দ্রে নাহি ডরি'
হে সরমে! তবু এক অনুরোধ করি
তোমারে আপন বোধে।—যদি ইচ্ছা হয়
বাছিয়া লইয়া যাও আপন আলয়
আপনার প্রয়োজনে পুষ্ট গাভীগণ,—
স্বেচ্ছায় নির্ভীক চিত্তে—তুষ্ট রবে মন।
বিনাযুদ্ধে, শত্রুদল না করি সংহার
কে কাহারে দেয় বল হেন উপহার
অযাচিত প্রীতিভরে?

সরমা— অই পণিগণ!
অনুচিত বাক্যে কেন ভুলাইছ মন
অহৈতুক উপহারে। কাপুরুষ যথা,
ভিক্ষা করে আপন তুর্বল আত্মীয়তা

দুর্জয় শক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনায়,
আত্মবীর্য বিসর্জিয়া পাপ দুরাশায়;
সেইমত তোমাদের হেন ব্যবহার,
চিত্ত-কলুষিতকর এই উপহার,
ক্লীবত্ব-প্রেরণাদাত্রী এই নীচ দান
তোমাদেরই পাপাসক্তি করিছে প্রমাণ,—
আমি নাহি চাহি তাহা। শোনো মোর কথা,
আপনার কর্মদোষে হইলে অযথা
স্বর্গবাসী দিব্যদেহী দেবতার অরি।
অবশ্য চূর্ণিবে দর্প ধনুঃশর ধরি
দেবগণ।

পণিগণ— গোধনের শুনি হাম্বা ধ্বনি
এসেছ মোদের রাজ্যে কুক্কুর-জননী
সরমা, ইন্দ্রের দূতী! করিবারে দান
এই সব সুরক্ষিত গাভীর সন্ধান
দেবলোকে। কিন্তু জেনো, কভু নাহি ডরি
স্বর্গরাজ ইন্দ্রদেবে।—মোরা তার অরি
চিরকাল। সুদুর্ধর্ষ যোদ্ধা পণিগণ
শ্যেন-দৃষ্টে রক্ষা সদা করিছে গোধন
দুর্গম পর্বতারণ্য-গুপ্ত গুহা-মাঝে।
কেহ নাহি জানে তাহা কোথায় বিরাজে
সেই দেশ। বৃথা করিয়াছ আগমন
হে সরমে!

সরমা— সত্য বটে, রয়েছে গোধন,
বহু রত্ন, বাজিরাজি, বহু সৈন্যদল

সুশিক্ষিত, পরিবৃত পর্বতসকল
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরসম। কিন্তু যোদ্ধৃ বেশে
আসিবেন বীরমদে তোমাদের দেশে
সোমপায়ী অয়াস্য, অঙ্গিরা-পুত্রগণ
নবগুরে সঙ্গী লয়ে, এই রত্ন, ধন
গাভী, অশ্ব সমরে করিয়া পরাজয়
যাবে লয়ে সগৌরবে আপন আলয়
স্বর্গলোকে। চাহ যদি আপন কল্যাণ
দম্ভ ত্যাজি বাসবেরে দেখাও সম্মান
আমার প্রস্তাব বাক্যে।

পণিগণ— অনিন্দ্য-সুন্দরী
ইন্দ্রদূতী, হে সরমে! অনুরোধ করি
সরল আনন্দ-চিত্তে, করহ শ্রবণ,
তোমারে ভগিনীরূপে করিনু বরণ,
সসম্মানে থাকো হেথা, যেও না ফিরিয়া
দেবলোকে। দাসদাসী রহিবে ঘিরিয়া
তোমারে সেবার তরে। তুমি সর্বক্ষণ
হৃষ্ট চিত্তে পরি লয়ে বসন ভূষণ,—
নৃত্য, গীত, বিলাসের পরম কৌতুকে
থাকো হেথা ভোগতৃপ্তমহানন্দ-সুখে
মোরা যোগাইব সব।

সরমা— গোধন খুঁজিতে
আমি আসিয়াছি হেথা। চাহি না বুঝিতে
মনোহর স্তোকবাণী। ধার নাহি ধারি

ভ্রাতৃত্বের। শুধু জানি তোমরা দেবারি
চিরকাল ; চৌরকার্যে সিদ্ধ হস্ত সবে,
গহন অরণ্য-বাসী। শুন, কহি তবে
ইন্দ্র মোর রক্ষাকর্তা, তাঁহারই আশ্রয়ে
সুখে আছি নিশিদিন ত্রিদিব-আলয়ে
সসম্মানে। আপন কল্যাণ চাহ যদি,
অতিক্রম করিয়া অরণ্য, অদ্রি, নদী
আত্মরক্ষাতরে কর শীঘ্র পলায়ন।
বৃহস্পতি, সোম, অঙ্গিরার পুত্রগণ
জেনেছেন এই গুপ্ত দেশের সংবাদ,
অবিলম্বে আসি তাঁরা ঘটাবে প্রমাদ।

অরণ্য-প্রশস্তি

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৪৬ সূক্ত, ইরম্মদ-পুত্র দেবমুনি ঋষি)

গহন, গভীর, ঘন, সুনিস্তব্ধ অয়ি অরণ্যানী!
তোমার প্রত্যন্ত সীমা কতদূরে কিছুই না জানি।
আপন বিস্তৃতিমাঝে আপনারে হারায়েছ যেন
খুঁজে আর নাহি পাও! পান্থজনে শুধাও না কেন
গ্রামের পথের বার্তা? এ নির্জনে একাকিনী থাকি
কখনও হৃদয়ে তব সশঙ্কিত ভয় জাগে নাকি
নিতান্ত নিরালা বোধে? শ্বাপদ গর্জন করে যবে
মনে হয় বৃষগণ ডাকিছে গম্ভীর হাম্বা রবে;

চিহি চিহি শব্দে কেহ করে তার প্রত্যুত্তর দান
যেন তারা বীণাকার,—তারে তারে তুলিয়া সুতান
অব্যক্ত নিক্কণরবে ঝঙ্কারিয়া নিবিড় ঝঞ্ঝনা
মধুর সুস্নিগ্ধ স্বরে অরণ্যের করিছে বর্ণনা।
কভু মনে হয় সেথা চরিয়া বেড়ায় গাভীগণ,
হর্ম্য বলি চিত্তপটে কোথাও বা জাগায় স্বপন।
মনে হয় দ্বার খুলি নিস্তব্ধ নীরব সন্ধ্যাবেলা
ঘর্ঘর চক্রের রবে শত শত শকটের মেলা
বাহিরিছে সেথা হ'তে, ওকি শব্দ জাগে থাকি থাকি!
গোধূলি অতীত হেরি গাভীরে করিছে ডাকাডাকি
অরণ্যের মাঝে কেহ! ওকি ধ্বনি, কিসের সন্দেহ!
তবে কি কাটিছে কাষ্ঠ বনমাঝে কাঠুরিয়া কেহ
কঠিন কুঠারাঘাতে! সন্ধ্যাবেলা কভু মনে হয়
চীৎকারি উঠিল কেহ, জীবনের করিয়া সংশয়
আপন কল্পিত ভয়ে—হেরিয়া নিস্তব্ধ অরণ্যানী।
কিন্তু সে করুণাময়ী, কভু বধ নাহি করে প্রাণী।
আগন্তুক হিংস্র পশু আসি সেথা না করিলে বাস
বনস্থলী চিরকাল অকৃত্রিম সুখের আবাস
লভিয়া সুস্বাদু ফল। কুসুম-সৌরভ রাশি রাশি
বিস্তারি মহিমা নিজ অন্তরীক্ষে বেড়াইছে ভাসি
সুগন্ধ কস্তুরীসম। অন্নাভাব নাহিকো সেথায়,
বসবাস নাহি করে গ্রামবাসী কৃষক তথায়,
নাহি কর্মচঞ্চলতা, নাহি জন-কলকোলাহল।
মৃগের জননীরূপা, আমাদের জীবন-সম্বল।

প্রার্থনা

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৮৬ সূক্ত, বাত-পুত্র উল ঋষি)

দেহের নীরোগকারী ঔষধের মত
শুদ্ধ স্নিগ্ধ সমীরণ বহুক সতত
মুক্ত করি শরীরের সর্বরোগস্তর
হো'ক সে কল্যাণময়, হো'ক সুখকর।
হে সমীর! স্নেহময় পিতার মতন
রক্ষাকর্ত্তা পিতা তুমি। প্রীতি-পরশন
করে যথা জ্যেষ্ঠ নিজ কনিষ্ঠের দেহে
ভ্রাতৃত্বের দাবী লয়ে অকপট স্নেহে
তেমনি মোদের তুমি। আনন্দ-কৌতুকে
বন্ধু যথা, হাস্যধারা বিগলিত মুখে
নিতান্ত নিজের মত স্বচ্ছ ঋজু মনে,
বন্ধুরে ধরিয়া লয় বক্ষে আলিঙ্গনে
বেষ্টি বাহুলতিকায়,—সেইমত তুমি
প্রীতি-আলিঙ্গনভরে সর্ব অঙ্গ চুমি
কৌতুকে বহিয়া যাও। সদা-সর্বক্ষণ
বন্ধু, পিতা, আপনার ভ্রাতার মতন
সতত করিছ রক্ষা, চিকিৎসক হ'য়ে
ঔষধ বহিয়া আনি আলয়ে আলয়ে
বিধান করিছ নিত্য। ওগো সদাগতি!
রাখিলাম আকিঞ্চন আজি তব প্রতি;—
তোমার অদৃশ্য গুপ্ত অন্তঃপুরমাঝে

যে অক্ষয় অমৃতের ভাণ্ডার বিরাজে
সেথা হ'তে মোদের অমৃত কর দান,
রোগমুক্ত হো'ক দেহ—দীর্ঘ বপুষ্মান্।

সৃষ্টি-রহস্য

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত, প্রজাপতি পরমেষ্ঠি ঋষি)

প্রত্যক্ষ এ জগতের স্থূল বস্তুরাশি
অস্তি যাহা—সেই কালে ছিল না উদ্‌ভাসি
আপনার দেহ লয়ে। অগোচর যাহা
প্রত্যক্ষের—নাস্তিরূপে, সেই কালে তাহা
আপনার অস্তিত্বের করিতে প্রমাণ
সৃষ্টিরূপে কোথাও ছিল না ভাসমান
এ জগতে। সমুদ্র-মেখলা পরিবৃত
বসুন্ধরা, অতিদূর অনন্ত বিস্তৃত
সর্বব্যাপী এ আকাশ—আদি-অন্তহীন,
ছিল না নিজের মাঝে নীরব নিলীন
শব্দগ্রাহী গুণ লয়ে।
ছিল কি তখন
বাঙ্ময় প্রকাশযোগ্য কোন আবরণ?
যাহা নাই, শুধু নাই, কিছু নাইরূপে
বিরাজ করিতেছিল অব্যক্ত অরূপে;
সেই কালে কোথায় রহিবে কার স্থান

করিবারে আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ
স্থূলরূপে? গহন গভীর বারিরাশি
সূক্ষ্মরূপে সমুদয় জগতেরে গ্রাসি
ছিল কি তখন? মৃত্যুরূপী অন্ধকার,
অমৃতের অথৈ আনন্দ-পারাবার।
কালের নির্ণয়কর্তা দিবস, শর্বরী
সব কিছু শূন্য ছিল। শুধুমাত্র করি
অখণ্ডেক অবিনাশী আত্মায় নির্ভর
একীভূত বস্তুরাশি মহাশূন্য 'পর—
না লইয়া মরুতের কোন সহায়তা;
আপনার অস্তিত্বের পরম সূক্ষ্মতা
রেখেছিল সঞ্জীবিত। সেই একাকার,—
জগৎ সৃষ্টির সেই আদি অন্ধকার
ছিল ঢাকা সূচীভেদ্য গূঢ় অন্ধকারে
অনন্ত আচ্ছন্ন করি। মনে হ'ত হেন
কেহ নাই, কিছু নাই, নাহি ছিল যেন
কোন দিন কোন কালে; রয়েছে কেবল
প্রত্যক্ষের অগোচর চিহ্নহীন জল
চতুর্দিকে। অবিজ্ঞেয় তুচ্ছ বস্তুরাশি
আবৃত করিয়াছিল সব কিছু গ্রাসি
সেই কালে।
সর্ব অগ্রে মনের উপর
জাগ্রত হইল ধীরে কামনা-লহর
বীজরূপে; সেই সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি হ'তে

প্রথম উঠিল জাগি অন্ধকার স্রোতে
সৃষ্টির প্রথম রূপ। সূক্ষ্মদর্শিগণ
আপন অন্তর লোকে করিয়া মনন
লভেছেন অনুভবে হেন সত্য জ্ঞান,
অনাদি সৃষ্টির সেই প্রথম বিজ্ঞান
কঠোর তপস্যাবলে।

সৃষ্টির কারণ

রেতোধারী দীপ্তিমন্ত সুপুরুষগণ
উৎপন্ন হইল ক্রমে। মহিমা সকল
দেখা দিল তারপর। প্রখর উজ্জ্বল
রশ্মিরাশি বিস্তৃত হইল সর্বদিকে ;
স্বধা নিম্নে, প্রযতি রহিল উর্ধ্ব দিকে।
কে জানে প্রকৃত সত্য ? যথার্থ বর্ণন
কে করিবে এ সৃষ্টির প্রথম কারণ ?
কোন গূঢ় উৎস হ'তে কেমন করিয়া
নভোলোক, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রে ভরিয়া
এলো সৃজনের ধারা ?

স্বর্গবাসিগণ

পারে কি বর্ণিতে কভু সৃষ্টির কারণ
আদি মূল রহস্যের ? হায় ! তারা সবে
অব্যক্ত সে আঁধারের স্পন্দন-উৎসবে
নাহি ছিল বপুষ্মান্। বহু কালন্তর
জন্মিয়াছে একে একে, তারও বহু পর

দেবতার আবির্ভাব। কে বলিবে তবে
কোথা হ'তে এই সৃষ্টি! কোন্ কালে কবে
জাগিল প্রথম ঊর্মি, কোন্ উৎস হ'তে
নামিল প্রবাহধারা সৃজনের পথে
অনন্ত গগনমাঝে। কেহ রয়েছে কি
কর্তারূপে কোন ঠাঁই, সেই করেছে কি
স্বয়ং প্রেরণাবলে! অথবা কি তিনি
সৃষ্টির নির্মাণ-কার্যে নিরপেক্ষ,—
যিনি
অনন্ত এ জগতের সর্বেশ্বর-রূপে
বিরাজেন দিব্যধামে আপন স্বরূপে,
হয়তো জানেন তিনি—এই বিশ্বস্রোতঃ
কোথা হ'তে, হয় তো বা তাঁহারও অজ্ঞাত।

মধুমন্ত্র

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত, রহূগণ-পুত্র গোতম ঋষি)

অগ্নি জ্বালি' নিত্য পূত যজ্ঞ করে যারা,
অক্ষয় অমৃতলোক প্রাপ্ত হয় তারা।
সেই সব নম্র-নত যজমানের 'পরে
বায়ুগণ নিত্য মধু বরষণ করে
প্রবাহিয়া নিরন্তর। স্রোতঃস্বতীগণ
বহিয়া সলিল-ধারা করিছে ক্ষরণ

নিত্য মধু। শুদ্ধচেতা ওগো যজমান!
ওষধিসকল হো'ক সদা মধুমান
তোমাদের। এই উষা, এই তমস্বিনী
মোদের জীবনে হো'ক মধুস্বরূপিণী!
এই গ্রাম, জনপদ, এই জনগণ
করুক মাধুর্যে পূর্ণ আমাদের মন।
অন্তরীক্ষে ভাসমানা ধরণীর ধূলি—
দুঃখ, শোক, বিষাদের রুদ্ধ দ্বার খুলি'
দেখা দিক মধুময়ী মুক্তির স্বরূপে।

সর্বব্যাপী যে আকাশ সদা পিতৃরূপে
পালন করিছে সবে—সে নীল গগন
হো'ক সদা মধুময়। বনস্পতিগণ,
সর্বলোক-প্রসবিতা এই দিবাকর,
তৃণভোজী মাতৃরূপা দুগ্ধের আকর
স্বাস্থ্যবতী গাভীগণ— নিত্য নিরন্তর
আনুক বহিয়া মধু, শান্তির নির্ঝর
বর্ষণ করুক মাথে।
ইন্দ্র, বৃহস্পতি,
অর্যমা, বরুণ, মিত্র, সুবিস্তীর্ণ অতি
পাদক্ষেপী বিষ্ণুদেব সর্বলোকাশয়
মোদের সবার কাছে হো'ক সুখময়

শান্তি

(ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৩৫ সূক্ত, মিত্রাবরুণ-পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি)

শ্রদ্ধাপূত বিনম্র হৃদয়ে যজমান
হোম কুণ্ডে করিতেছে আহুতি প্রদান।
হে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র! শিরোদেশে তারি
করহ সিঞ্চন পূত স্নিগ্ধ শান্তিবারি।
নরাশংস, ভগ, পূষা, যত দেবগণ
করুক সবার 'পরে শান্তি বরিষণ।
ভোগের আকর যত ধন রত্নরাশি
শান্তির প্রতীক রূপে উঠুক বিকাশি।
উত্তম সংযমপূত যথার্থ বচন
মোদের সবার কাছে শান্তিপ্রদ হো'ন।
বহু জন্ম লাভকারী অর্যমা দেবতা
আমাদের সকলের হো'ক শান্তিদাতা।
ধাতা, ধর্তা, জলেশ্বর,—
বিবর্তগমনা
বসুন্ধরা—অন্নসহ অশ্রান্ত চরণা
সিঞ্চন করুক শান্তি। পর্বতসকল,
বিস্তীর্ণ গগনচারী পর্জন্যের দল
বহন করুক শান্তি। এই বনরাজি,
ওষধিরা শান্তির প্রতীকরূপে সাজি'
দেখা দিক। মিত্রদেব আর অশ্বিদ্বয়,
পুণ্যাত্মার কৃত পুণ্য কর্ম সমুদয়
সর্বদা গমনশীল শুদ্ধ সদাগতি,

সর্বত্র বিজয়শীল বীর লোকপতি
রুদ্রদেব, ত্বষ্টাসহ দেবপত্নীগণ,
বসুগণ শান্তি সদা করুক বহন।

যজ্ঞ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিয়া
আনুক শান্তির পাত্র দু'হাতে ভরিয়া ;
হো'ক সোম শান্তিপ্রদ, প্রস্তরসকল
করুক সম্পূর্ণ দূর সর্ব অমঙ্গল।
এই স্তোত্র, এই যজ্ঞ, এই যজ্ঞবেদী,
আদিত্য, প্রদীপ্ত সূর্য, বহমানা নদী,
এই সলিলের ধারা, জননী অদিতি
আনুক বহিয়া স্নিগ্ধ শান্তি, স্নেহ, প্রীতি।
চতুর্দিক, মরুদ্‌গণ, বিষ্ণু সর্বগত,
পূষাদেব, যজ্ঞসেবী যজমান যত,
অন্তরীক্ষ, ধেনুগণ, শম্ভু ক্ষেত্রপতি,
সুশোভনা কর্মময়ী দেবী সরস্বতী,
যত বিশ্বেদেবগণ, দানদক্ষ যত,
অশ্বগণ, অহির্বুধ্ন, সমুদ্র সতত
বহুক সুস্নিগ্ধ শান্তি।

অজ-একপাৎ,
উপদ্রব পারয়িতা অপাং নপাৎ,
পিতৃগণ, পৃশ্নিদেব, সোম-অভিলাষী
হবির্ভুক্ অসুরারি ত্রিদিব-নিবাসী
শুদ্ধকর্মা দেবগণ, ভূলোক, দ্যুলোক,
বিশাল বিস্তৃত এই অন্তরীক্ষলোক

বহুক অক্ষয় শান্তি।

শুন সর্বজন

চরাচরে অমৃতের যত পুত্রগণ!—
সকলের আশীর্বাদ শিরোদেশে ধরি'
নূতন যজ্ঞীয় মন্ত্র উচ্চারণ করি'
রচিয়াছি স্তুতিগাথা; আসি দলে দলে
তোমরা ইহার সেবা করহ সকলে
অসীম করুণাভরে।

আছ যে যেথায়

দ্যুলোক-ভূলোকভব আপন বিভায়,
মহোজ্জ্বল পৃশ্নিজাত যত দেবগণ
মোদের আহ্বান-বাণী করহ শ্রবণ
আসি এই অগ্নিগৃহে।—

নিয়ত যজ্ঞীয়

আছে যাঁরা—তাঁহাদেরও নিত্য বরণীয়
মনু-যজ্ঞ অভিলাষী সত্য প্রজ্ঞাবান্
অমর দেবতা সবে করগো প্রদান—
মেধাবী, অক্ষয়কীর্তিযুক্ত পুত্র-ধন।
সকলের স্বস্তিসহ করহ পালন।

অপালার প্রার্থনা

(ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৯১ সূক্ত, অত্রি-কন্যা অপালা ঋষি)

সলিল সংগ্রহলাগি যেতে যেতে পথে
কোথা হ'তে
কন্যা মোর সোমলতা আনি
ইন্দ্রেরে উদ্দেশ্য করি উচ্চারিল বাণী।
কহিল সে
শ্রদ্ধার আবেশে
সোমলতা ধরি,
ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তোমা অভিষব করি।
হে ইন্দ্র! হে বীর! দীপ্তিমান!
অভিষুত যবশুক্ত, অপূপ ও সোম কর পান।
হে সোম! ক্ষরিত হও দ্রুত;
ইন্দ্রেরে প্রদান লাগি করিনু তোমারে মন্ত্রপূত।
সে ইন্দ্র সামর্থ্যযুক্ত করুন মোদের বার বার
আশীর্বাদে পূর্ণ হো'ক ঐশ্বর্য ভাণ্ডার।
পতি-পরিত্যক্ত মোরা, হইয়াছি হেথায় আগত,
ইন্দ্রসনে হইব সঙ্গত।
হে বাসব! পুষ্ট হো'ক শরীর আমার
সন্তান-ধারণযোগ্য রহে যেন গুপ্ত গর্ভাধার,
পিতার উষর ক্ষেত্র প্রত্যেক বৎসর প্রতিবারে
পরিপূর্ণ হো'ক শস্যভারে।

বিশ্বামিত্র ও শুতুদ্রী-বিপাশ্ সংবাদ

(ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৩৩ সূক্ত, গাথিপুত্র-বিশ্বামিত্র ঋষি)

বিশ্বামিত্র— মন্দুরাবিমুক্ত মত্ত অশ্বীদ্বয় যথা,
অকস্মাৎ প্রাণের নিরুদ্ধ চঞ্চলতা
দুরন্ত গতির মাঝে প্রকাশ করিয়া,
অব্যক্ত আনন্দবেগে হৃদয় ভরিয়া
ছুটে চলে লক্ষ্যহীন অজানা উদ্দেশে ;
সেইমত, পর্বতের উৎসঙ্গ প্রদেশে
জন্ম লভি শুতুদ্রী বিপাশ্ দুই নদী,
অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলেছে নিরবধি
তরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে আত্মহারা,
বহি' লয়ে পরিপূর্ণ সলিলের ধারা
সুদূর সমুদ্রপানে।— এই আসিয়াছি
মাতৃরূপা শুতুদ্রীর অতি কাছাকাছি
ভাগ্যবতী বিপাশার। গোষ্ঠ ত্যাগ করে
আপন কুলায়-পানে দ্রুত পদভরে
ছুটে চলে গাভীগণ বৎসাভিলাষিণী
যেই মত,—এই দুই চঞ্চলা তটিনী
চলিয়াছে সেইমত এক লক্ষ্য স্থানে
মুখরিয়া দুই তীর নৃত্য-ছন্দে গানে
পূর্ণদেহা নিতম্বিনী। আশীর্বাদ মাগি
আমাদের সকলের কল্যাণের লাগি
সুমধুর স্তবগীতে। তোমার প্রসাদ

বর্ষণ করুক শিরে স্নেহ আশীর্বাদ
নিত্য দিন।

শুতুদ্রী-বিপাশ্— উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষ হ'তে
ইন্দ্রের করুণাধারা বহি খরস্রোতে,
চঞ্চল তরঙ্গ-তাল-নৃত্যের ভঙ্গীতে
লক্ষ মুখে কুলু-কুলু ধ্বনির সঙ্গীতে
তরল আনন্দবেগে,— চন্দ্রকরে হেসে
চলিয়াছি দেবকৃত অতিদূর-দেশে
আপন বল্লভপানে। এই স্রোতোধার
নিবারণ করি হেন সাধ্য নাহি আর
শুনিতে মধুর স্তুতি। এই বিপ্রবর
তবু কেন দাঁড়াইয়া জুড়ি দুই কর
গাহিতেছে সমস্বরে হেন স্তুতিগান ?

বিশ্বামিত্র— আমি বিশ্বামিত্র ঋষি কৌশিক সন্তান
গাহিতেছি স্তবগাথা। অয়ি নৃত্যশীলা
পর্বত-নন্দিনীদ্বয়! হে পূর্ণ-সলিলা!
অগ্নিহোতৃগণ যেই শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে
স্তব গাহি ইষ্টলাগি সোমযাগ করে,
আমি সেই উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রগানে
করিব তোমার স্তুতি অচঞ্চল প্রাণে
ভক্তিভরে, শুন তাহা অয়ি স্রোতঃস্বতী!
ক্ষণকাল অবরুদ্ধ করি তব গতি—
অনন্ত নৃত্যের ছন্দ, কুলু-কুলু রব,
প্রসন্ন নয়নে থাকি সহাস্য নীরব।

শুতুদ্রী-বিপাশ্— কেন অনুরোধ ওহে বৃদ্ধ বিপ্রবর!
জান না কি, চিরকাল—মোরা নিরন্তর
চঞ্চলা তরঙ্গময়ী? এই স্রোতোধার-
রোধকারী বৃত্রাসুরে করিয়া সংহার;
বজ্রহস্ত দ্যুতিমান্ ত্রিভুবন-পতি
করেছেন নিরূপণ আমাদের গতি
দুই তটরেখামাঝে।

বিশ্বামিত্র— মহা শক্তিধর,
আপন বীর্যের 'পরে করিয়া নির্ভর
বিদীর্ণ করিয়াছিল যেই আশিবিষে
মেঘপতি, সেই বজ্রী ইন্দ্রের আশিসে
করিতেছে মেঘমালা বারি বরিষণ,
তটিনী সলিলধারা করিছে বহন
স্রোতোবেগে। সর্বরোধী মহাদম্ভকারী
যজ্ঞনাশী আত্মঘাতী অসুর দেবারি,
যে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ধরাশায়ী হয়
সেই ইন্দ্র অবশ্যই স্তুতিযোগ্য হয়
আজ্ঞা তাঁর শিরোধার্য।

শুতুদ্রী-বিপাশ্— ওগো মহামুনি!
তোমার উদাত্ত কণ্ঠে ইন্দ্র-স্তুতি শুনি,
আনন্দে ভরিল চিত্ত। যেও না ভুলিয়া,
শ্রদ্ধাবেশে হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া
গাহ সেই স্তুতিগাথা। কল্য হ'তে যবে
অগ্নিতে আহুতি দিবে—উচ্চ কণ্ঠরবে

মন্ত্র রচি, সেই সুগম্ভীর পরিবেশে
সমর্পিও হোমাহুতি মোদের উদ্দেশে
হোম কুণ্ডে! নিবেদিয়া ভক্তি নমস্কার
অই ঋষি! চলি মোরা; করিও না আর
সকাতর অনুরোধ,—পুরুষের মত
কর না প্রগল্‌ভা দোহে।

বিশ্বামিত্র— হে ভগিনীভূত
নৃত্যপরা তরঙ্গিনী! করহ শ্রবণ
আমার প্রার্থনাবাণী! করিতে গমন
পরপারে আসিয়াছি দূরদেশ হ'তে
শীঘ্রগামী তুরঙ্গ যুজিয়া নিজ রথে
রয়েছি দাঁড়ায়ে তীরে। নম্র-নত হ'য়ে
অক্লান্ত সলিলবহ স্রোতোধারা লয়ে
হও ক্ষীণা; যাই চলে ওই পরপার।

শুতুদ্রী-বিপাশ্‌— হে ব্রাহ্মণ! শুনিলাম আমরা তোমার
সকাতর অনুরোধ। ক্রোড়মাঝে লয়ে
মা যেমন সন্তানেরে অবনত হয়ে
স্তন্য দেয় স্নেহভরে,—মোরা সেইমত
তোমা লাগি হইলাম ক্ষীণ অবনত
চলে যাও পরপারে।

বিশ্বামিত্র— অসীম কৃপায়
অয়ি মাতঃ! নিরাতঙ্কে পার হ'য়ে যায়
ভরত-বংশীয়গণ! হে অনিন্দ্যনীয়া,

এই করুণার বার্তা ছন্দে বিরচিয়া
সর্বত্র বেড়াব গাহি। কর আশীর্বাদ
তব বক্ষে যেন কভু না ঘটে প্রমাদ।

ঊষা-স্তুতি

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৪৯ সূক্ত, কণ্ব-পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি)

দীপ্যমান আকাশের অন্তহীন ঊর্ধ্বদেশ হ'তে
অতি সুশোভন
সুবিস্তৃত, সুপ্রশস্ত, প্রদীপ্ত উজ্জ্বল স্বর্গ-পথে
কর আগমন।
দুগ্ধক্ষরা ধেনুসম রক্তবর্ণ সৌরকররাশি
অতীব সত্বর
আসুক তোমারে বহি পরিপূর্ণ সোমরসে ভরা
যজমান-ঘর।
সুসজ্জিত, সুখকর নভোবাহী যে উজ্জ্বল রথে
তব অধিষ্ঠান,
নিত্য সে-বিশুদ্ধচেতা অগ্নিহোতৃদের গৃহদ্বার
করুক সন্ধান।
দীর্ঘ নিশীথিনী যবে ধীরে ধীরে যায় মিলাইয়া
সীমান্ত-সীমায়
অয়ি শ্বেতময়ী ঊষে! তব আগমন সেই কালে
সবারে জাগায়।

ধরণী জাগিয়া উঠে, বিহঙ্গ অলস-পক্ষ মেলি
ত্যাজিয়া কুলায়,
অদৃশ্য আকাশ বাহি অতিদূর দূরান্তের দেশে
ভেসে ভেসে যায়।
হে স্বর্গ দুহিতে! তুমি রাত্রির গহন অন্ধকার
করিয়া বিনাশ,
করিতেছ প্রতিদিন আপনার উজ্জ্বল আলোকে
জগৎ প্রকাশ।
কণ্বপুত্র প্রস্কণ্বেরা করজোরে ধনপ্রার্থী হ'য়ে
খুলি মনঃপ্রাণ,
আপন উন্নতিলাগি নিবেদিল তোমার উদ্দেশে
এই স্তুতিগান।

অগস্ত্যের প্রার্থনা

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৮৯ সূক্ত, মিত্রাবরুণ-পুত্র অগস্ত্য ঋষি)

ওগো দীপ্তিমান্,
সর্ববেত্তা, শুদ্ধ প্রজ্ঞাবান!
উত্তম পথের পানে তুমি আমাদের লয়ে যাও,
বহুমূল্য রত্নরাজি দাও।
হে প্রণম্য! নিত্যদিন তোমারে জানাই নমস্কার
সংখ্যাতীত বার।
এই পাপ-অন্ধকার হ'তে

লয়ে চল সেই দীপ্ত, পুণ্যময় উজ্জ্বল আলোতে।
আমাদের আবাস-নগরী
সুপ্রশস্ত হো'ক বাঞ্ছা করি।
শস্যক্ষেত্র বৃদ্ধি হো'ক কর হেন আশীর্বাদ দান;
পুত্র-পৌত্র সকলেরে কর সদা সুখ সম্প্রদান।
যারা কভু অগ্নিহোতৃ নহে,
নিত্য যারা আমাদের বিরুদ্ধ আচারে রত রহে,
মোদের সান্নিধ্য হ'তে কর কর তাহাদের দূর।
রোগ-মুক্ত হো'ক দেহ-পুর।

দেব! তুমি সঙ্গে লয়ে মরণ-রহিত দেবগণ
যজ্ঞকালে কর আগমন।
হে শুভ আশ্রয়দাতা, কর কর শুভ ফল দান
অগ্নিগৃহ হো'ক দীপ্তিমান্
তোমার আনন্দ-আগমনে।
করহ অভয় দান নিত্য তব সস্নেহ পালনে।
যাহারা মোদের অন্নগ্রাসী
নিত্য শুভনাশী,
দন্তবান্ যারা
কিম্বা দন্তহারা,
তাদের নিষ্ঠুর হস্তে মোদের কর না সমর্পণ—
শত্রুশূন্য রাখ অনুক্ষণ।

ওগো যজনীয়!
শত্রুনাশী, নিত্য বরণীয়

নিত্য তব শুদ্ধ আবাহনে
যষ্টাগণ পুষ্টিলাভ করিছে আপন দেহে-মনে।
অতীন্দ্রিয় প্রকাশক মন্ত্ররাজি করি উচ্চারণ
তোমার আহ্বানে মোরা লভিব অজস্র রত্নধন।

ঘোষার প্রার্থনা

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৩৯ সূক্ত, কক্ষীবান্-কন্যা ঘোষা ঋষি)

রাজ-নন্দিনী ঘোষা আমি, শুন সুরলোকবাসী অশ্বিদ্বয়!
দোঁহার প্রসাদে যেন আমাদের শুভ বুদ্ধির হয় উদয়।
হই যেন শুভ কর্মপ্রয়াসী, করি যেন সদা উচ্চারণ
সকল সময় সকলের সনে মর্মমোহিনী মধুবচন।
পিতার ভবনে যে দুখিনী নারী হ'তেছিল জরাগ্রস্ত অতি,
তোমরা দু'জনে করুণা করিয়া দিয়েছ মিলায়ে তাহার পতি।
পরের দুঃখে নিয়ত কাতর, হৃদয়ের মাঝে করুণা ভরা—
অন্ধ, রুগ্ন, দুর্বল যারা—তোমরা তাদের দুঃখ হরা।
ভগ্ন রথেরে নূতন করিয়া নির্মাণ করে যেমন কেহ,
বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিরে যুবক করেছে তেমনি দোঁহার স্নেহ।
ক্ষীণ দুর্বল তুগ্র-পুত্র ডুবেছিল যবে অথৈ নীরে,
তোমাদের ওই ব্যথাহত হিয়া এনেছিল তারে তুলিয়া তীরে।
অতীতে পুরুষমিত্র রাজার শুন্ধ্যু (র) নামে যে কন্যা ছিল,
তোমাদের শুভ চেষ্টা যত্ন বিমদেরে স্বামী করিয়া দিল।
প্রসব বেদনা-কাতর হৃদয়ে প্রার্থনারতা বধ্রিমতী

ডেকেছিল যবে, তোমরা আসিয়া করেছ তাহারে সুপ্রসূতি।
কলি নামে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ—যৌবন তারে ফিরায়ে দিলে,
কূপ-নিপাতিত বন্দনেরে যে উদ্ধার দোঁহে করিয়াছিলে।
শত্রু-আহত রেভকে মুক্ত করেছ তোমরা গুহার দ্বারে,
লৌহ চরণ দানিয়া দিয়েছ চলৎ শক্তি বিস্পলারে।
নিগড়-বদ্ধ, অগ্নি-ক্ষিপ্ত অত্রি ঋষিরে মুক্ত করি
সান্ত্বনা দিলে; আজিও সে কথা ঘোষিছে সকল ভুবন ভরি।
শয়ুর বৃদ্ধা গাভীরে দুগ্ধ-বতী করিয়াছ পুনর্বার।
নিপতিত বৃক-আস্যের ভীতি করিয়াছ দূর বর্তিকার।

হে করুণা-ভরা অশ্বিযুগল! তোমাদের তুলা জগতে নাই;
সেই সহৃদয় অপার মহিমা জনে জনে আমি গাহি সদাই।
কাতর কণ্ঠে জানাই মিনতি ওগো দেব! দোঁহে শ্রবণ কর,
পিতা যথা দেয় পুত্রে শিক্ষা তেমনি শিক্ষা প্রদান কর।
আপ্ত বন্ধু নাই কেহ, সদা কুটুম্বহীনা, নিরাশ্রয়,
বুদ্ধিশূন্য অজ্ঞান আমি, মাগি তোমাদের পদাশ্রয়।
হে যুগল দেব! দুর্ভাগ্যের দুর্দিন যবে আসিবে ধীরে,
তোমাদের স্নেহ করে যেন দূর—না আসিতে সেই দুর্গতিরে।

বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করি' পিতা করে যথা সম্প্রদান
জামাতার করে আপন কন্যা, সেইমত মোর এ ঋক্-গান
সুমধুর ভাষা করি' আহরণ, সজ্জিত করি' অলঙ্কারে—
হে দেব যুগল! বিনত হৃদয়ে করিতেছি দান স্তোত্রাকারে।
যেন তোমাদের আশিস-ধারায় মোদের পুত্র-কন্যাগণ
রহে প্রতিষ্ঠ, হয় ধনশালী—এই শুধু মোর আকিঞ্চন।

বামদেবের প্রার্থনা

(ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫৭ সূক্ত, গোতম-পুত্র বামদেব ঋষি)

বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির
সঙ্গে মিলিয়া করিব জয়
সকল ক্ষেত্র; অশ্ব, গো-দানে
করিবেন সুখী সুনিশ্চয়।
দুগ্ধস্রাবিনী ধেনুর মতন
আকণ্ঠপুরি' করিতে পান,
হে ক্ষেত্রপতি! করহ সতত
পবিত্র মধু-সলিল দান।
হে যজ্ঞস্বামী! সুখী কর সবে,
ওষধিসকল মধুর হো'ক,
হো'ক মধুময় অন্তরীক্ষ,
সলিলের ধারা, এই দ্যুলোক।
মোদের সবারে করে যেন সুখী
যজ্ঞীয় যত দেবতাগণ,
ক্ষেত্রের পতি আমাদের তরে
সদা সহৃদয় মধুর হো'ন।
করুন রক্ষা আমাদের তিনি
নিয়ত শত্রু-হস্ত-হ'তে
মোরা নিশিদিন চলিব তাঁহারই
আপন ইচ্ছা-চালিত পথে।
বলীবর্দেরা নিরলস সুখে
বহন করুক শকট-ভার

মানবেরা সদা আনন্দে, সুখে
করুক সমাধা কার্য তার।
সুদৃঢ় জীবন লভিয়া লাঙল
ক্ষেত কর্ষুক স্বচ্ছ সুখে
প্রগ্রহগুলি দৃঢ় বন্ধনে
থাকুক বদ্ধ অশ্ব-মুখে।
হে শুন, হে সীর! তোমরা মোদের
এই স্তুতিগাথা করহ সেবা,
সিঞ্চিয়া তাহা ভিজাও ধরণী
দ্যুলোকে সলিল রয়েছে যেবা।
হে ভাগ্যবতী, মহীয়সী সীতে,
লাঙ্গলাধিষ্ঠাত্রী দেবী!
মোরা নিশিদিন শ্রদ্ধাবনত-
নম্র হৃদয়ে তোমারে সেবি।
ফিরিয়া দাঁড়াও প্রসন্ন আঁখি
সকল দুঃখ দৈন্য হর;
যোগ্য শ্রমের সুফল-দাত্রী!
সুন্দর ধন প্রদান কর।
ইন্দ্র সীতারে করুক গ্রহণ,
পূষাদেব তাঁর পরিচালক,
শস্য-দুগ্ধ করুক দোহন
সলিলে ভিজায়ে মর্তলোক।
ফালগুলি ঋজু সহজ ছন্দে
গমনানন্দে ধরণী চুমি'

কর্ষুক সুখে সলিল-সিক্ত
পূর্ণ সরস ক্ষেত্র-ভূমি।
বৃষ-রক্ষক বলীবর্দের
সঙ্গে করুক সুখে গমন,
পর্জন্যেরা মধুর ধারায়
সিক্ত করুক এই ভুবন।
হে শুন, হে সীর! মোদের দৈন্য-
দারিদ্র্য, ব্যথা সকল হরি',
ভাগ্যবন্ত কর সকলেরে
ধন, সুখ, যশ প্রদান করি।

সোঽহং

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত, অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ ঋষি।)

আদিত্য, বসু, রুদ্র—তাবৎ
মিত্র, বরণ যত দেবগণ
ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিযুগল
সকলেতে আমি করি বিচরণ।
পাষাণ-পীড়নে যেই সোমরস
স্রোতের মতন হয় বিগলিত,—
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে তার
সে আমি— তাহারে রাখি বিধৃত

যেই যজমান যজ্ঞোপচার বহি'
সোমরসে সদা যাগ করে
দৈব তুষ্টি বিধানের লাগি,
তারে রাখি ধন-রতনে ভরে।
চরাচর সহ অখিল বিশ্ব-
রাজ্যের আমি অধীশ্বরী
আত্মজ্ঞানের মহাযজ্ঞের যে ধন শ্রেষ্ঠ
আমি দান করি।
এহেন বিরাট বিপুল আমার
সকল কিছুতে সন্নিবেশ,
সর্বপ্রাণীর চেতনার মাঝে
আত্মা রূপেতে মোর আবেশ।
জীবন-ধারণ, বাক্য-শ্রবণ অন্ন-গ্রহণ
যা কিছু ঘটে
বিশ্ব-জীবের ; সবই আমিরূপ-
চিৎ-প্রেরণার প্রভাবে বটে।
আপন হৃদয়-অনুভবজাত-
বাক্য আমার শ্রেষ্ঠতর।
আত্মাভিলাষী বিদ্বান যত
এই কথা মোর শ্রবণ কর,
সকল ব্যাপিয়া আমিরূপ এই
আমারে যে করে অস্বীকার,
মানে না, জানে না—দিবস-নিশীথে
তিলে তিলে ঘটে ক্ষয় তাহার।

দেবতা, মানুষ যে যখনই হয়
আমিরূপা মোর শরণাগত,
আমিই তাহারে দিই উপদেশ
আত্মার গূঢ় রহস্য যত।
মোর অবাচ্য প্রেরণার বলে
যার যা যোগ্য করি যে বিধান—
স্তোতা, ঋষি কারে, কারে বলশালী
কারে বা তীক্ষ্ণ সু-বুদ্ধিমান।
রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষীরে
বিনাশের লাগি হয় উদ্যত,
আমিই তাঁহার প্রেরণা যোগাই
শরাসন তাঁর করি যে বিতত।
ভুলোক, দ্যুলোক সকল ব্যাপিয়া
আমিই নিয়ত বিরাজ করি
আদি ভুতরূপ আকাশ-পিতারে
আমিই প্রথমে প্রসব করি।
আকাশ, বাতাস, উদধি-সলিলে
নিয়ত আমার অধিষ্ঠান
সকল কিছুকে স্পর্শ করিয়া
আমিই সতত বিদ্যমান।
অখিল ভুবন নির্মাণরতা,
বায়ুর মতন প্রবহমানা;
স্বর্গ, পৃথিবী সবার ভিতরে
সবার বাহিরে বিরাজমানা।

রাত্রি-বন্দনা

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৭ সূক্ত, সুভর-পুত্র কুশিক বা ভরদ্বাজ-কন্যা রাত্রি ঋষি ।)

নিঃশব্দ চরণপাতে ধীরে ধীরে ওই
আসিছে রজনীদেবী—অন্ধকারময়ী
বিশ্বব্যাপী সুবিস্তীর্ণা। ঊর্ধ্ব নভোতল
সারি সারি সুশোভিত নক্ষত্র-মণ্ডল
রত্ন-মালিকার মত, বিচিত্র শোভায়।
অগণিত জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল আভায়—
আপনার আগমন-পন্থা লক্ষ্য করি
আসিয়া রহস্যময়ী তমিস্রা শর্বরী,—
ছায়াময় আপনার দেহখানি তাঁর
বিস্তারিয়া, বিপ্লাবিয়া তমো-পারাবার
বিশ্বময়,—ঊর্ধ্ব, অধঃ, সমস্ত ভুবন
আঁধার-অঞ্চল-ছায়ে রচি' আচ্ছাদন
দাঁড়ায়েছে মূর্তিমতী।—
যাঁর আগমনী
হেরিয়া বিহঙ্গগণ করি কলধ্বনি,
পক্ষ মেলি' দূর দূরান্তর হ'তে ফিরে
সুপ্ত থাকে আপনার নিরাতঙ্ক নীড়ে—
বৃক্ষশাখে ; সেইমত,— আমরা যাঁহার
আগমনে অতিশয় ক্লান্ত দেহভার
সুপ্ত রাখি—সেই রাত্রি দেবীস্বরূপিণী
মোদের সবার কাছে হউক কল্যাণী

শান্তিময়ী। অরণ্যানী, নির্জন প্রান্তর,
গিরি-গুহা, জনপদ, গ্রাম, গ্রামান্তর
নিস্তব্ধ হয়েছে সব। পথচারিগণ,
দিবাচর প্রাণীসবে লভেছে শয়ন
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার ক্রোড়ে। অয়ি বিভাবরী!
আমাদের সকলের হও শুভঙ্করী
প্রসন্ন নয়ন-পাতে। লয়ে যাও দূরে
অন্ধকারময় তব গুপ্ত অন্তঃপুরে
হিংসাকারী প্রাণী আর চৌরগণ সবে—
তব আগমনসম নিতান্ত নীরবে
মোদের কল্যাণ-লাগি'।

গাঢ় অন্ধকার
কৃষ্ণ বর্ণ, হেরো মোর ঘিরি চারিধার
রহিয়াছে পরিব্যাপ্ত। ওই দেখ ধীরে
উষাদেবী সূর্যের উদয়াচল ঘিরে
হাসিতেছে বিকীরিয়া স্নিগ্ধ দ্যুতিধারা।
রাত্রি তাঁরে আলিঙ্গিছে, যেন সহোদরা—
দোঁহে দোঁহা মিলাইয়া হৃদয়ে হৃদয়
নীরবে করিছে প্রীতি-স্নেহ বিনিময়
বিগলিত অন্তরের। হে তমো নাশিনী,
রাত্রির ভগিনী উষে! এই তমস্বিনী,
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত এই অন্ধকার
দূর কর; আপন দ্যুতির পারাবার
বিচ্ছুরিয়া ঊর্ধ্ব হ'তে। আকাশের মেয়ে

অয়ি রাত্রি! আপনার অন্ধকার বেয়ে
চলিয়াছ ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-চরণে
সুদূর গগন-প্রান্তে নিজ-নিকেতনে
নীরবে নিভৃত বাসে। প্রশংসা-বচন
উচ্চারিয়া স্তুত হয় যথা গাভীগণ
মনোহর স্তবগীতে,—সেই মত আজি
যুক্ত করি' মধুর গম্ভীর বাক্যরাজি—
শ্লোকময়ী স্তবমালা, তোমার উদ্দেশে
করিলাম সমর্পণ (গেঁথে লও কেশে)।

মহামিলন

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৯১ সূক্ত, অঙ্গিরা-পুত্র সংবনন ঋষি)

যজ্ঞবেদিকার 'পরে ওগো দীপ্তিমান্
প্রজ্বলিত সর্বভুক্, শুদ্ধ শিখাবান্,
সর্বপ্রাণিজীবনের চেতনা-আধার
ওগো প্রভু! তোমারে জানাই নমস্কার
নত শিরে। সত্য হো'ক সর্ব অভিলাষ,
ধনে, জনে পূর্ণ হো'ক মোদের আবাস
মর্তের আনন্দ লাগি'। স্তবকর্তাগণ!
একত্রে মিলিয়া সবে কর উচ্চারণ
স্তুতিগাথা সমস্বরে। একমত হ'য়ে
অধুনা-দেবতাগণ যজ্ঞভাগ লয়ে

একত্রে করেন ভোগ প্রাচীনের মত
দিবানিশি দিব্যধামে সানন্দে সতত
নিজ নিজ যজ্ঞভাগ। পুরোহিতগণ
একত্রে মিলিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া দানিছে যেই শুদ্ধ হোমাহুতি,
সম্পূর্ণ সফল হো'ক তাহাদের স্তুতি,
সেই যজ্ঞ। সকলের চিত্ত, চিত্র, মন
এক হো'ক।

শুন ওহে পুরোহিতগণ!
তোমাদের সকলেরে করিনু মন্ত্রিত
এক মন্ত্রে,—যজ্ঞস্থলে করি' আমন্ত্রিত
দেওয়াইনু হোমাহুতি সকলেরে দিয়া
সমচিত্তে, সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারিয়া।—

তোমাদের অন্তরের যত অভিপ্রায়
এক হো'ক, পূর্ণ হো'ক একক আশায়;
এক হো'ক সকলের ভিন্ন ভিন্ন মন
সর্বকালে, সর্বক্ষেত্রে, সদা সর্বক্ষণ।

দমনো যামায়নঃ ॥ ১০ । ১৬ ॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো
মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽ-
থে মেনং প্র হিণুতাৎ প্রিতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥

শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽ-
থে মেনং পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যস্যুনীতিমেতা-
মথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২ ॥

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত-
মোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩ ॥

অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব
তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদ-
স্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৪ ॥

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো
য়স্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ
সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫ ॥

যৎ তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ
পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু
সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬ ॥

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব
সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেৎ ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো
দধৃগ্বিধক্ষ্যন্ পর্যঙ্খয়াতে ॥ ৭ ॥

ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ
প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
এষ যশ্চমসো দেবপান-
স্তস্মিন্ দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥ ৮ ॥

ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং
যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা
দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯ ॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহ-
মিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং
স ঘর্মমিন্বাৎ পরমে স্বধস্থে ॥ ১০ ॥

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১ ॥

উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে॥ ১২ ॥

যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াম্ব্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা॥ ১৩ ॥

শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয়॥ ১৪ ॥

সংকুসুকো যামায়নঃ ॥ ১০ । ১৮ ॥

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং
যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি
মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত
দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন
শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ॥ ২ ॥

ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্র-
ন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায়
দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ॥ ৩ ॥

ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি
মৈষাং নু গাদপরোঽর্থমেতম্।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচী-
রন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥

যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি
যথ ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যে-
বা ধাতরায়ুংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ৫ ॥

আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা
অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা
দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী-
রাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না
আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮ ॥

ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাঽ-
স্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।

অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা
বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯ ॥

উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতা-
মুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত
এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ ১০

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ
সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাহ্-
ভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১ ॥

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু
সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু
বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১২ ॥

উৎ তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎ পরী-
মং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু
তেহত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩ ॥

প্রতীচীনে মামহনী-ষ্বাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪ ॥

পণয়োঽসুরাঃ ॥ ১০ । ১০৮ ॥

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরেহ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১ ॥
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবৎ তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥ ২ ॥
কীদৃঙিঙন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাহ্থা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥ ৩ ॥
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎ স যস্যেদং দূতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥ ৪ ॥
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্ সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদয়ুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা ॥ ৫ ॥
অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ ॥ ৬ ॥
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ ॥ ৭ ॥
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অয়াস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ন এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ ॥ ৮ ॥
এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥ ৯ ॥
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্ যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥ ১০ ॥
দূরমিত পণয়ো বরীয় উদগাবো যন্তু মিনতীঋর্তেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগুল্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১ ॥

ঐরম্মদো দেবমুনিঃ ॥ ১০ । ১৪৬ ॥

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি ।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী঩ঁ ॥ ১ ॥

বৃষা রবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে ॥ ২ ॥

উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে ।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি ॥ ৩ ॥

গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪ ॥

ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি ।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধবায় যথা কামং নি পদ্যতে ॥ ৫ ॥

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্ ।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্ ॥ ৬ ॥

বাতায়ন উলঃ ॥ ১০ । ১৮৬ ॥

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে ।
প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১ ॥

উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা ।
স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২ ॥

যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ ।
ততো নো দেহি জীবসে ॥ ৩ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ১০ । ১২৯ ॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥

তম আসীৎ তমসা গূল্হমগ্রেঽ-
প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্ ।
তুচ্ছ্যেনাব্ভপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীতুপরি স্বিদাসীৎ ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসনৎ
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাঽথা
কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৎ-
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

গোতমো রাহূগণঃ ॥ ১। ৯০ ॥

(৬—৯ম মন্ত্র)

মধু্ বাতা ঋতায়তে মধু্ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৬ ॥
মধু্ নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু্ দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৭ ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮ ॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯ ॥

মৈত্রাবরুণির্বসিষ্ঠঃ ॥ ৭ । ৩৫ ॥

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ
শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১ ॥
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু
শং নঃ পুরংধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শং সঃ
শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২ ॥
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু
শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ
শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩ ॥
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু
শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু
শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪ ॥
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ
শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু
শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু
শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ

শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬ ॥
শং ন সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ
শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু
শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭ ॥
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু
শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু
শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮ ॥
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ
শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু
শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯ ॥
শং নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ
শং নো ভবন্ত্বুষসো বিভাতীঃ।
শং নঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ
শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০ ॥
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু
শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমু র‍্যাতিষাচঃ
শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১ ॥
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু
শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ

শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২ ॥
শং নো অজ একপাদ্ দেবো অস্তু
শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ ।
শং নো অপাং নপাৎ পেরুরস্তু
শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপা ॥ ১৩ ॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং
ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো
গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪ ॥
যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং
মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫ ॥

আত্রেয়ী অপালা ॥ ৮ । ৯১ ॥

কন্যা বারবায়তী সোমমপি স্রুতাবিদৎ ।
অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদিন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা
শক্রায় সুনবৈ ত্বা ॥ ১ ॥
অসৌ য এষি বীরকো গৃহংগৃহং বিচাকশৎ
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণ-
মপূপবন্তমুক্থিনম্ ॥ ২ ॥

আ চন ত্বা চিকিৎসামোঽধি চন ত্বা নেমসি।
শনৈরিব শনকৈরিবেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩ ॥
কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করৎ কুবিন্নো বস্যসস্করৎ।
কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সংগমামহৈ ॥ ৪ ॥
ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয়।
শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে ॥ ৫ ॥
অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম।
অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি ॥ ৬ ॥
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্ব্যকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৭ ॥

গাথিনো বিশ্বামিত্রঃ ॥ ৩। ৩৩ ॥

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থা-
দশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে
বিপাট্ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥ ১ ॥
ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে
অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে
অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে ॥ ২ ॥
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমামযাসং
বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।

বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে
সমানং যোনিমন্নু সংচরন্তী ॥ ৩ ॥
এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা
অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ
কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি ॥ ৪ ॥
রমধ্বং মে বচসে সোম্যায়
ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাঽ-
বস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্ বজ্রবাহু-
রপাহন্ বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্।
দেবোঽনয়ৎ সবিতা সুপাণি-
স্তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ ॥ ৬ ॥
প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং
তদিন্দ্রস্য কর্ম যদহিং বিবৃশ্চৎ।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানাঽঽ
যন্নাপোঽয়নমিচ্ছমানাঃ ॥ ৭ ॥
এতদ্ বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা
আ যৎ তে ঘোষানুত্তরা যুগানি।
উক্থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব
মা নো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে ॥ ৮ ॥
ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত
যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।

নি ষু নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ॥ ৯ ॥
আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি
যয়াথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা
মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে ॥ ১০ ॥
যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সংতরেয়ু-
র্গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।
অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতক্ত
আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ১১ ॥
অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ
সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্রপিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা
আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীমম্ ॥ ১২ ॥
উদ্ ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাহঘ্ন্যৌ শূনমারতাম্ ॥ ১৩ ॥

প্রস্কণ্বঃ কাণ্বঃ ॥ ১। ৪৯ ॥

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্ রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥ ১ ॥
সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২

বয়শ্চিৎ তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥ ৩ ॥
ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্।
তাং ত্বামুষর্বসূয়বো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪ ॥

অগস্ত্যো মৈত্রাবরুণিঃ ॥ ১ । ১৮৯ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১ ।
অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ৎ-
স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী
ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥ ২
অগ্নে ত্বমস্মদ্ যুযোধ্যমীবা
অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ।
পুনরস্মভ্যং সুবিতায় দেব
ক্ষাং বিশ্বেভিরমৃতেভির্যজত্র ॥ ৩ ॥
পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈ-
রুত প্রিয়ে সদন আ শুশুক্বান্।
মা তে ভয়ং জরিতারং যবিষ্ঠ
নূনং বিদন্মাপরং সহস্বঃ ॥ ৪ ॥

মা নো অগ্নেঽব সৃজো অঘায়াঽ-
বিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো
মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ॥ ৫ ॥
বি ঘ ত্বাবাঁ ঋতজাত যংসদ
গৃণানো অগ্নে তন্বে বরূথম্।
বিশ্বাদ্ রিরিক্ষোরুত বা নিনিৎসো-
রভিহ্রুতামসি হি দেব বিষ্পদ্॥ ৬ ॥
ত্বং তাঁ অগ্ন উভয়ান্ বি বিদ্বান্
বেষি প্রপিত্বে মনুষো যজত্র।
অভিপিত্বে মনবে শাস্যো-
ভূর্মর্মৃজেন্য উশিগ্ভির্নাক্রঃ॥ ৭ ॥
অবোচাম নিবচনান্যস্মিন্
মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ।
বয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সনেম
বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্॥ ৮ ॥

কাক্ষীবতী ঘোষা ॥ ১০।৩৯।

যো বা পারজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো
দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং
পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে॥ ১ ॥

চোদয়তং সুনৃতাঃ পিন্বতং ধিয়
উৎ পুরংধীরীরয়তং তদুশ্মসি।
যশসং ভাগং কৃণুতং নো অশ্বিনা
সোমং ন চারুং মঘবৎসু নস্কৃতম্ ॥ ২ ॥
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগোঽ-
নাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য
চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ ॥ ৩ ॥
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং
পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্র্যমূহথুরদ্ভ্যস্পরি
বিশ্বেৎ তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ৪ ॥
পুরাণা বাং বীর্যা প্র ব্রবা জনেঽথো
হাসথুর্ভিষজা ময়োভুবা।
তা বাং নু নব্যাববসে করামহেঽয়ং
নাসত্যা শ্রদরির্যথা দধৎ ॥ ৫ ॥
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা
পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ
পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্ ॥ ৬ ॥
যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং
ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং
যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরংধয়ে ॥ ৭ ॥

যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ
পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বন্দনমৃশ্যদাদুদূপথু-
র্যুবং সদ্যো বিশ্‌পলামেতবে কৃথঃ॥ ৮॥
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহাহিত-
মুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা।
যুবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয়
ওমন্বন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে॥ ৯॥
যুবং শ্বেতং পেদবেঽশ্বিনাশ্বং
নবভির্বাজৈর্নবতী চ বাজিনম্‌।
চর্কৃত্যং দদথুর্দ্রাবয়ৎসখং
ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবম্‌॥ ১০॥
ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন
নাংহো অশ্নোতি দুরিতং নকির্ভয়ম্‌।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী
পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ॥ ১১॥
আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা
রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব
উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ॥ ১২॥
তা বর্তির্যাতং জয়ুবা বি পর্বত-
মপিন্বতং শয়বে ধেনুমশ্বিনা।
বৃকস্য চিদ্বর্তিকামন্তরাস্যাদ্‌-
যুবং শচীভিগ্রর্সিতা মমুক্তম্‌॥ ১৩॥

এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মা-
তক্ষাম ভৃগবো ন রথম্।
ন্যামৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে
নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ ॥ ১৪ ॥

বামদেবো গৌতমঃ ॥ ৪। ৫৭ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি
গামশ্বং পোষয়িৎন্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং
ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূত-
মৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু ॥ ২ ॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্ নো অস্ত্ব-
রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ॥ ৩ ॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রা মুদিঙ্গয় ॥ ৪ ॥
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্ দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতম্ ॥ ৫ ॥
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্॥ ৭ ॥
শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তুভূমিং
শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ ৮ ॥

বাগাম্ভৃণী ॥ ১০ । ১২৫ ॥

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-
র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ ॥
অহং সোমমাহনসং বিভ-
র্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২ ॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩ ॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।

অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তংতমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণো-
ম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬ ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮ ॥

কুশিকঃ সৌভরঃ রাত্রির্বা ভারদ্বাজী

॥ ১০ । ১২৭ ॥

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুৎদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥

উপ মা পেপিশৎ তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

সংবনন আঙ্গিরসঃ ॥ ১০ । ১৯১ ॥

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১ ॥

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ২ ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥